41

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 23.NOV 1997 ...
পৃষ্ঠা: ৭ কলাম ৫ ...

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি ঃ বহু জেলাতেই ব্যর্থ

□ অর্থ আত্মসাৎ, ২৫টি এনজিও অভিযুক্ত, মামলা দায়ের

রাশেদ আহমেদ ॥ দেশে উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি অধিকাংশ জেলাতেই ব্যর্থ হয়ে পড়ছে। নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষ্যে এই উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম ৪ বছর ধরে চললেও সফলতা হতাশাব্যঞ্জক। সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার অভাব, প্রশাসনের অদক্ষতা ও উদাসীনতা, এনজিওগুলোর অর্থ আত্মসাৎ ও নানা দুর্নীতি এই শিক্ষা কর্মসূচি ব্যর্থ হওয়ার অন্যতম কারণ। উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মনিটরিং সেল দেশের বিভিন্ন জেলা ও থানা পরিদর্শন করে কর্মসূচি ব্যর্থ হওয়ার উল্লেখিত কারণই চিহ্নিত করেছে। গত কয়েক মাসে ১৮টি জেলার ২৫টি থানায় এই শিক্ষা কর্মসূচি নিয়ে বিভিন্ন দুর্নীতির চিত্র পাওয়া গেছে। উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর অর্থ আত্মসাতের দায়ে ২০ থেকে ২৫টি এনজিওকে অভিযুক্ত করেছে। কয়েকটি এনজিও'র বিরুদ্ধে ইতোমধ্যে মামলাও হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।

সূত্র জানায়, গত কয়েক বছরে সার্বিক সাক্ষরতা দানে ১০টি মডেল থানাকে টার্গেট করা হয়েছিল। এই থানাগুলোর প্রত্যেককে সাক্ষরতা দানের জন্যে প্রায় ১০ কোটি টাকা খরচ করা হলেও কোন কাজ হয়নি। কার্যক্রমে নানা ত্রুটি ও গোজামিল থাকায় এই থানাগুলোতে আবার নিরক্ষরতার অন্ধকার আচ্ছন্ন করেছে।

সূত্র মতে, উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি গত বিএনপি সরকারের আমলে প্রচুর অর্থ ব্যয়ে শুরু করা হয়েছিল। তখন বিভিন্ন জেলায় কোন্-অর্ডিনেটর নিয়োগ ও এনজিওদের সম্পৃক্তকরণে ব্যাপক অনিয়ম, স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতির আশ্রয় নেয়া হয়। রাতারাতি অনেক এনজিও গড়ে উঠে এই কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত হয়। কো-অর্ডিনেটর নিয়োগ দেয়া হয় বিএনপি'র নেতা, কর্মীদের; যার ফলে এই শিক্ষা কর্মচুসিতে দুর্নীতি ও অনিয়ম বাসা বেঁধেছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে শিক্ষাদানের পরিবর্তে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ হয়েছে।

উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সূত্র থেকে দেশের বিভিন্ন জেলা ও থানার উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বাস্তব অবস্থার যে চিত্র পাওয়া গেছে তা এখানে তুলে ধরা হলো ঃ

পটুয়াখালী ঃ পটুয়াখালী জেলা "পল্লী সেবা সংস্থা" নামের এনজিওকে ৪৫টি শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালনা করার দায়িত্ব দেয়া হয়, কিন্তু তারা কর্মসূচির শুরু থেকেই চরম গাফিলতি, দুর্নীতি এবং সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করে। সর্বশেষ হিসেবমতে সংস্থাটি ১ লাখ ৭৯ হাজার ৪৫ টাকা আত্মসাৎ করে। এই অর্থ আত্মসাতের দায়ে সংস্থাটির বিরুদ্ধে জেলা দুর্নীতি দমন ব্যুরোকে মামলা দায়ের করতে বলা হয়েছে সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর থেকে। এই জেলার মৌলিক চাহিদা কর্মসূচি (মৌচাক) আত্মসাৎ করেছে ১ লাখ ৩৪ হাজার টাকা। এই সংস্থার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করতে বলা হয়েছে।

ভোলা ঃ ভোলা জেলার "এসোসিয়েশন ফর ফ্যামিলি ডেভেলপমেন্ট" (এএফডি) ৭৫টি শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালনার দায়িত্ব পায়; কিন্তু তারা শুরু থেকে দায়িত্ব পালনে চরম অবহেলা দেখায় এবং বিভিন্ন সময় সরকারের ২ লাখ ৮২ হাজার ৪শ' ৯৯ টাকা আত্মসাৎ করে।

শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে ভোলা জেলা দুর্নীতি দমন কর্মকর্তার কাছে এই সংস্থার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে।

নওগাঁ ঃ নওগাঁ সদরে উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচির দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল এসোসিয়েশন ফর ফ্যামিলি ডেভেলপমেন্ট (এএফডি) সংস্থাকে। এই সংস্থাকে কিশোর-কিশোরী ও বয়স্কদের শিক্ষাদানের জন্যে মোট ১৮৫টি কেন্দ্র পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয়। সংস্থাটি কেন্দ্র পরিচালনা না করে সরকারের ৩ লাখ ৬১ হাজার ২শ' ৫০ টাকা আত্মসাৎ করে। অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গ ও সরকারি অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে এএফডি'র বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

নওয়াবগঞ্জ ঃ নওয়াবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ থানায় ১৩৮টি শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল বেসরকারি সংস্থা "সোনামণি কিশোর সেনাকে। সংস্থাটি সুষ্ঠুভাবে শিক্ষাদান না করে সরকারের ১ লাখ ৯৭ হাজার **কর্মসূচি** ঃ পৃঃ ১১ কঃ ১

কর্মসূচি ঃ ব্যর্থ বহু জেলাতেই

(১ম পৃষ্ঠার পর)

৮শ' টাকা আত্মসাৎ করে। এই সংস্থার বিরুদ্ধেও উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে জেলা দুর্নীতি দমন ব্যুরোর মাধ্যমে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

দিনাজপুরঃ দিনাজপুর জেলার বিরল থানায় "বিচিত্র উন্নয়ন সংস্থা"কে ৫৫টি শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল; কিন্তু গত তিন বছরে শিক্ষাদানে তারা দায়িত্ববান না হওয়ায় এবং বছর বছর সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করায় এই সংস্থাকে কর্মসূচি থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।

রংপুর ঃ রংপুর জেলার তারাগঞ্জ ও গংগাচড়া থানায়র টেংগামারা মহিলা সবুজ সংঘ (বগুড়া) উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে চাকরি দেয়ার নামে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছ থেকে নগদ অর্থ দাবি করে। এই খবর উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরে এলে কর্তৃপক্ষ এর বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ দেয়।

এছাড়া রংপুর জেলার বদরগঞ্জ থানায় সার্বিক সাক্ষরতা দান কর্মসূচি (টিএলএম) পরিদর্শন করে মনিটরিং সেলের কর্মকর্তা প্রতিবেদনে জানিয়েছেন, এখানে শিক্ষা কেন্দ্রগুলোতে উপস্থিতির হার খুবই নগণ্য। শিক্ষাদানে দায়িত্ব পালনে শিক্ষকদের রয়েছে চরম অবহেলা।

জয়পুরহাট জেলা ঃ জয়পুরহাটের বিভিন্ন থানা পরিদর্শন করে শিক্ষা অধিদপ্তরের মনিটরিং সেলের কর্মকর্তা জানিয়েছেন, এখানে শিক্ষাদানে ৯ লাখ ১৭ হাজার ৯শ' ৩৫ টাকা ব্যয় করা হয়েছে; কিন্তু জানা গেছে ব্যয়িত অর্থের ভাউচার যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে না।

এছাড়া টাঙ্গাইলের "সোশাল এডভান্সমেন্ত প্রো ইউনিটি" (সেতু), ফরিদপুরের "লিগ্যাল এইড ফাউন্ডেমন", সাভারের "দেশকল্যাণ সংস্থা", কক্সবাজারের "বিএলএম" উপ-আনুষ্ঠানিক কর্মসূচির অর্থ আত্মসাতের দায়ে অভিযুক্ত হয়েছে।

উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সূত্র জানায়, ভোলা জেলার দৌলতখান ও বোরহানউদ্দিন থানা, মাদারীপুর জেলার ৩টি থানা, কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা ও খোকসা থানা, বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ থানা, পঞ্চগড় জেলার আটোয়ারি ও সদর থানার বিভিন্ন শিক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করে মনিটরিং সেলের রিপোর্টে উল্লিখিত এলাকায় শিক্ষা কার্যক্রম হতাশাব্যঞ্জক বলে জানানো হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, সার্বিক সাক্ষরতাদানের জন্যে শিক্ষা অধিদপ্তর ১০টি মডেল থানা নির্বাচন করেছিল। এই মডেল থানাগুলোর প্রত্যেকটিতে সাক্ষরতা দানের কর্মসূচি নেয়া হয়েছিল গত ৪ বছরে। এ জন্যে খরচ করা হয় ১০ কোটি টাকা। কর্মসূচি বাস্তবায়নের পর কোন চর্চা না থাকায় ঐ থানাগুলোতে আবার নিরক্ষতার অভিশাপ আচ্ছন্ন করেছে। নিরক্ষর ব্যক্তিরা অক্ষরজ্ঞান নিয়ে আবার ভুলতে বসেছে সব।

উপ-আনুষ্ঠানিক অধিদপ্তরের এক কর্মকর্তা বলেন, বর্তমানে যে পদ্ধতিতে উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি চালানো হচ্ছে তা কোনক্রমেই ফলপ্রসূ হবার নয়। বর্তমান প্রক্রিয়ায় গ্রামগঞ্জের কিছু ব্যক্তি ও সংস্থার সরকারি অর্থ আত্মসাতের সুযোগ হয়েছে শুধু, কাজের কাজ আর কিছু হয়নি।